ভারতে 'মাওবাদ'

প্রতিরোধের একচ্ছত্র অধিকার কাউকে ছেড়ে দেওয়া যায় না

গৌতম নাভলাখা

অন্তত গত দু বছরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গে... যেভাবে পরপর হামলা ও গ্রেপ্তার হয়েছে, তার থেকে মনে হয় যে মাওবাদীরা পিছু হটেছে। কিন্তু তা এটাও দেখিয়ে দেয় যে মাওবাদীরা কী দ্রুত ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সবাই অবশ্য মাওবাদী নয়, কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তারা শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে স(ম হয়েছে, আর গ্রামাঞ্চলেও তারা অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাদের রাজনীতি তাদের কোথাও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না— তাদের কঠোর সমালোচকদের এই দাবি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলমহল অঞ্চলে তারা শেকল ছিঁড়ে জনগণের প(লড়াই করার একটা শক্ত(বাহিনী হিসাবে দেখা দিয়েছে, যেমনটা তারা আগে করেছিল দুমকায় (ঝাড়খন্ড)। কিন্তু কয়েক বছর আগের তুলনায় তারা আজ দুর্বল। এর কারণ ব্যাখ্যার অপে(া রাখে।

মাওবাদীরা অবশ্য একবিংশ শতকের ভারতের শাসক নন। তাঁরা যাকে গেরিলা অঞ্চল ও গেরিলা ঘাঁটি বলে বর্ণনা করেন তার সঙ্গেও ১৯৪৯ পরবর্তী চীনের তুলনা হয় না। কিন্তু এলাকা ভিত্তিক এই (মতা দখলের ফলে তাঁরা সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে স(ম হয়েছেন— তাই তাঁরা একাধারে বেআইনি এক গোষ্ঠী, আবার অন্যদিকে শাসক। শাসক হিসাবে তাঁরা যা করেন, তা তাঁদের আন্দোলনের ওপর প্রভাব ফেলে।

পাশাপাশি অঞ্চলগুলিতে পার্টি যখন ছড়িয়ে পড়ে তখনই এলাকা ভিত্তিক (মতা দখল ভালো কাজ করে। পার্টি সদস্যদের প(তখন সেই এলাকায় চলাফেরা করা সহজ হয়। কিন্তু যখন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এলাকায় (মতা দখল করা হয় তখন গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বদলে দখল করা এলাকাগুলিই ঘেরাও হয়ে যায়। তখন সমস্যাটা অন্যরকম। (সেখানে) বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা দেয়, পার্টি ইউনিটগুলি অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে শু(করে। এটা এমনিতে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ার ব্যাপারটা স্কোয়াড পর্যন্ত চলে আসে।

'ভুল সংশোধন নিয়ে নয়া সার্কুলার' (তারিখবিহীন, কিন্তু পার্টির নবম কংগ্রেসের পর প্রচারিত) দলিলটি থেকে এর উদাহরণ দেখা যাক।

ক) কোনো কোনো এলাকায় সরকারি নিপীড়নের কারণে জমিদারদের থেকে দখল করা জমি অকর্ষিত পড়ে আছে(জমিদাররা যখন এই সব জমি বিক্রি(করতে চায়, ধনী চাষি ও মধ্যচাষিরা তা কিনে নেয়। এসব (ে ত্রে এসব জমি যাদের দখলে আছে সেইসব কৃষি শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের মাধ্যমে যারা জমি কিনেছে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ও জমি বিক্রি(বন্ধ করার বদলে স্কোয়াডগুলি নিজেরাই জমি যারা কিনেছে সেই ধনী ও মধ্য-কৃষকদের পিটুনি দিচ্ছে।

খ) মদ খাওয়া ইত্যাদি বদ অভ্যাস দূর করার সংগ্রামে দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জনগণকে শি(ত করা হচ্ছে না। চোলাই তৈরি বন্ধ করার সংগ্রামে জনগণকে, বিশেষত নারীদের, জমায়েত করার বদলে শুধুমাত্র স্কোয়াড দিয়ে আক্র(মণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শ্রেণী ভিত্তি না দেখেই শারীরিক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

গ) নারী পু(ষ সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা, বিশেষত বিবাহ সংক্র(ান্ত সমস্যার (ে ত্রে, নারীরা যে সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হন সেটার কথা না ভেবেই রায় দেওয়া হচ্ছে।

ঘ) সংকীর্ণতাবাদের (sectarianism) প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের গণ 'পঞ্চায়েতে' দুই প(ের কথা শোনা ও পাশাপাশি গ্রামের অন্যদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের বদলে একপেশে রায় দেওয়া হচ্ছে।

ঙ) জনগণের মধ্যে কেউ যখন ভুল করেন, যখন তাঁরা আমাদের গণ-সংগঠনের বিরোধিতা করেন, বা গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করছেন বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের ভুলের তুলনায় অনেক বেশি শাস্তি দেওয়া হয়...

ল(ণীয় যে পার্টির আধিপত্যাধীন এলাকায় শ্রেণীগত বিষয়ে জনগণকে জমায়েত করার বদলে স্কোয়াডের অ্যাকশনের ওপর জোর দেওয়ার সমালোচনা করা হয়েছে। সিপিআই (মাওবাদী)-র নবম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে কোনো কোনো এলাকায় ''আমাদের তৃণমূল স্তরের পার্টি সংগঠন দুর্বল, গ্রাম স্তরে পার্টি ইউনিটগুলি বলার মতো নয়। কোনো কোনো রাজ্যে গ্রাম স্তরে পার্টি ইউনিট গঠন করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি কাজ করে না। অনেক এলাকায় আমাদের পার্টির কাজকর্ম এখনও স্কোয়াড ভিত্তিক। এর ফলে জনগণ হয়ে ওঠেন পার্টির পরো(সমর্থক, সংগ্রাম গড়ে তোলা ও গ্রাম স্তরের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে স্কোয়াডের ওপর নির্ভরশীল।'' শুদ্ধিকরণের এই দলিলে যে এই সব ভুলের কথা বলা হয়েছে তা থেকে কি অন্ধ্রপ্রদেশে ও বিহার-ঝাড়খন্ডে গন্ডগোলটা কোথায় হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায়?

পিপলস ওয়ার-এর অক্টোবর ২০০৪-সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় বিহার-ঝাড়খন্ড বিশেষ এলাকা কমিটির 'শুদ্ধিকরণ'-এর ওপর একটা রিপোর্ট রয়েছে। রিপোর্টটিতে মাওবাদীরা যেসব

Second Time

এলাকায় কাজ করেছেন তার কোনো কোনো এলাকায় কিছু কিছু কাজের তীব্র ও পরিষ্কার নিন্দা করা হয়েছে। এটি উদ্ধৃত করা দরকার

> সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকার যে বড় আকারের ত্রাণ ও সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছেন তা গ্রামাঞ্চলে কনট্রাক্টর ও দালালদের এক বিশাল বাহিনী সৃষ্টি করেছে। এরা শাসক শ্রেণীর পার্টিগুলির বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ভিত্তি। স্থানীয়ভাবে তারা সংগঠকদের (জোনাল স্তরের কমরেডদের সঙ্গে এবং এমনকি তার ওপরেও) সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে, তাদের সন্তুষ্টি বিধান করে চলে, ব্লক স্তরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের ভরসা দেয় যে তারা 'নতুন সরকারকে' 'ম্যানেজ' করে নেবে। এভাবে এরা কনট্রাক্ট পেয়ে যায়। নির্বাচনের সময় এরাই জনগণকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যায়। এধরনের কনট্রাক্টরদের সঙ্গে পার্টি সংগঠকরা যে সম্পর্ক রাখছেন সেটা চিন্তার বিষয়। আমাদের কমরেডদের কেউ কেউ শুধু বিভিন্ন কাজের জন্যই নয়, পার্টির গোপন কাজের জন্যও এই কনট্রাক্টরদের ব্যবহার করেন, তাদের সঙ্গে আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নেন। বিভিন্ন কনট্রাক্ট নিয়ে কনট্রাক্টরদের মধ্যে মনকষাকষি আমাদের ক্যাডারদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
>
> কনট্রাক্টরদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে আমাদের ক্যাডাররা প(অবলম্বন করেন, যার ফলে ক্যাডারদের নিজেদের মধ্যে মন-কষাকষি দেখা দেয়। কোনও কোনও কন্ট্রাক্টর এমনকি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে তাদের 'র(াকারী' পার্টি কমরেডদের দেওয়া 'শংসাপত্র' পেশ করে, যাতে প্রতিযোগিতার বাজারে তারা কনট্রাক্টটা পেয়ে যায়। যেমন চাতরায় যাদব ও গঞ্জুদের মধ্যে তথাকথিত দ্বন্দ্ব আসলে এই দুই জাতের মেহনতি জনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নয়, এই দুই জাতের কনট্রাক্টর ও দালালদের দ্বন্দ্ব...।

এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট কমিটিতে আলোচনা হওয়ার আগে পার্টি সদস্যরা যেন 'কনট্রাক্টরদের সঙ্গে কোনো দায়বদ্ধতায় (obligation) জড়িয়ে না পড়েন। পার্টির প(থেকে দায়িত্ব না দিলে এবং উচ্চতর কমিটির তৈরি নিয়মের বাইরে কনট্রাক্টর ও দালালদের সঙ্গে মাখামাখি না করার জন্য পার্টির তৈরি নিয়ম ভাঙলে প্রথমে সতর্ক করা ও তারপর বহিষ্কারের ডাক দেওয়া হয়েছে এই রিপোর্টে। যদিও সিপিআই(মাওবাদী) তৈরির ঠিক পরপরই এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, এটা ভাবা ভুল হবে না যে এই রিপোর্টে উল্লিখিত সমস্যাগুলি এখনও রয়েছে, যদিও তা রয়েছে বিশেষ বিশেষ এলাকায়।

অনেক (ে(ত্রেই বন্দুকের ওপর রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার ব্যাপারটি ধরা পড়ছে। তাদের একটি সংবিধান আছে বলে দাবি করেন মাওবাদীরা। তার ৫(জ) ধারায় মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে কিছু নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিম্ন আদালত ''মৃত্যুদণ্ড কার্যকর'' করার আগে ''স্থানীয় গণ-সরকারকে উচ্চতর আদালতের অনুমতি নিতে হবে''। ২ মার্চ ২০১১ তারিখে নিয়ামত আনসারির মৃত্যুর ঘটনাটা দেখা যাক। গণ আদালতও নয়, তাৎ(ণিক বিচারে মৃত্যুদণ্ড রায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এ তো ক্যাঙ্গা(কোর্ট হয়ে গেল। ব্যাপারটা অনুমোদনের জন্য উচ্চতর কমিটিকে জানানোর নিয়মটাও পালন করা হলো না। এর অর্থ কি এই যে মাওবাদীদের ঐ সংবিধান এমন একটি দলিল, যার বিশেষ বিশেষ অংশ কেবল মেনে চলা হবে? এই ধরনের তাৎ(ণিক বিচার তো ন্যায়নিষ্ঠ প্রক্রি(য়ার ঠিক বিপরীত। কথা হলো, লালগড়ে (পশ্চিমবঙ্গে) যখন গন্ডায় গন্ডায় সিপিএম কর্মীকে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কি উচ্চতর আদালতে অনুমোদনের পর করা হয়েছিল? উচ্চতর কমিটি কি সেগুলিকে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছিলেন? এটা অবশ্য সত্যি যে, কোনো ব্যক্তি(রাজনৈতিক কর্মী হলেই তিনি আইন ও নৈতিকতার উর্ধ্বে হন না। কিন্তু মাওবাদীদের সবদিক ভেবে দেখতে হবে, তাদের বুঝতে হবে যে এই খুনোখুনি তাদের ওপরও প্রয়োগ করা হতে পারে, আর এর ফলে অনেক মানুষ (্দ্ধ হবেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বিহারের জামুই জেলার ফুলবাড়ি-কোরাসি গ্রামে নারী ও শিশু-সহ ১২ জন গরিব আদিবাসী/দলিত হত্যা ও ৫০ জন আহত হন(এর প্রতি গেরিলা স্কোয়াডের সমর্থন, নিয়মানুবর্তিতার এবং বন্দুকের ওপর রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের দুঃখজনক অভাব দেখিয়ে দেয়। পার্টি যদি দাবি করে যে তারা অকারণ হিংসার বিরোধী, তাহলে এই ধরনের ঘটনার অর্থ এই যে, সশস্ত্র স্কোয়াডের ওপর রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নেই অথবা তাদের কোনো শৃঙ্খলা নেই। এটা শৃঙ্খলার অভাব। বিপ-বী গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক নীতি এই যে, বন্দুকের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই থাকবে রাজনীতির হাতে, উল্টোটা নয়। এটাও গেরিলা যুদ্ধের একটা নীতি যে, গেরিলা বাহিনী বা সরকারি বাহিনীর একটা রণকৌশলগত ভুলের জন্য রণনীতিগত পরাজয় ঘটে যেতে পারে। এ ধরনের কাজ অনেক মানুষকে বি(্দ্ধ করে তোলে। আরও অনেক মানুষ (এর ফলে) ভুল বোঝানোর শিকার হতে পারেন। *ওপেন ম্যাগাজিন*-এ রাহুল পন্ডিতিয়াকে দেওয়া সা(াৎকারে তাদের পার্টির বি(দ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের জবাবে গণপতি সেকথাই বলেছেন

> জ্ঞানে(্বরী দুর্ঘটনায় আমাদের কোনও হাত নেই (এমনকি সিবিআই-ও বলে নি যে মাওবাদী পার্টির হাত আছে—লেখক)। ইন্দুবরের ঘটনায় আমাদের পার্টি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছে। ঘাতকবাহিনীর বি(দ্ধে ও তাদের ওপর চলে আসা

Second Time

নিষ্ঠুর হিংসার প্রতিরোধে জনগণ কচিৎ কখনো, ব্যতিক্র(মী ঘটনা হিসাবে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এ ধরনের কাজ করে থাকতে পারেন। আমরা যদি আমাদের দেশের অ-সম সামাজিক অবস্থা না বুঝি, তাহলে আমরা এ সমস্যাটা বুঝতে পারব না। এক অর্থে শহরাঞ্চলে অবস্থাটা অন্য রকম। দূর গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে নিষ্ঠুরতম সামন্ত নিপীড়ন ও উঁচু জাতের হাতে জাতপাতগত নিপীড়ন চলে, যেখানে মানুষজন সালওয়া জুডুম, সেনদ্রা, হার্মাদ বাহিনীর মতো সব ঘাতক বাহিনীর হাতে অমানুষিক হিংসার শিকার হন, যেখানে রাষ্ট্রের বিশাল ধ্বংসাত্মক আক্র(মণের শিকার হন মানুষ, সেখানে জনগণের প্রতিরোধ কখনো কখনো এরকম রূপও নিতে পারে। এমন কি শহরাঞ্চলেও 'বস্তিতে', যেখানে কুখ্যাত মহাজন, বস্তি-প্রভু, রাজনৈতিক নেতা, মাফিয়া-বাহিনী ও পুলিশ অফিসাররা জনগণের বি(দ্ধে গুন্ডা ও রাজনীতিকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে, সেখানেও জনতার প্রতিরোধ এ ধরনের রূপ নিতে পারে। নাগপুরে বস্তির মহিলাদের হাতে কুখ্যাত ধর্ষণকারী ও গুন্ডা খুন তার একটা উদাহরণ। এরকম ঘটনা কেন ঘটে তার একটা শুধু উদাহরণ এটা। এটা খুব পরিষ্কার যে আমাদের পার্টি নীতি হিসাবে এ ধরনের কাজ করে না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এরকম যে, এ ব্যাপারে জনগণকে ও আমাদের সদস্যদের শি(িত করতে হবে... জামুইয়ের ঘটনায় সরকারি প্রশ্রয়ে একটি প্রতিক্রি(য়াশীল বাহিনী ফুলওয়ারিয়া-কোদাসি গ্রামে, আমাদের আটজন কমরেডকে ধরে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুরভাবে তাদের হাত-পা কেটে তাদের হত্যা করে। এরকম ঘটনা ঘটার পর আমরা যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে আমরা কখনোই আমাদের আন্দোলনকে বা আমাদের লোকদের র(া করতে পারব না।

এ জন্য আমরা প্রতি-আক্র(মণ করতে বাধ্য হই। সেই আক্র(মণের ঘটনায় তিনজন প্রধান গুন্ডা নেতা-সহ ন' জন নিহত হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা যে একজন মহিলা এ একজন শিশুও ঘটনাচক্রে(আগুনে পুড়ে মারা যায়। বাকি সাতজন সবাই ছিল পুরনো অপরাধী, খুনি ও গুন্ডা। আমাদের বিহার-ঝাড়খন্ড এলাকা কমিটি এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার বিবৃতি দিয়েছে। বিহারের খবরের কাগজগুলিতে ও মাওবাদী ইনফর্মেশন বুলেটিন-১৭-তে তা প্রকাশিত হয়।

সব মিলিয়ে সরকার ও তাদের কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে আমাদের অন্যায়ভাবে জড়িয়ে আসর জমায়, আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করে। কয়েকটি ঘটনায় যেখানে আমরা ভুল করেছি, ওরা আমাদের ব্যাখ্যা শুনতেও চায় না, আমাদের বি(দ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যায়। জনগণ ও গণমুখী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ এই যে সরকারের মনস্তাত্ত্বিক-যুদ্ধে বিভ্রান্ত হবেন না। জনগণের স্বার্থ র(ার জন্য গঠিত আমাদের গণফৌজ জনগণের জন্য জীবন দেবে কিন্তু কখনোই জনগণের (তি করবে না। তাই প্রতি ঘটনার পেছনের তথ্য জানার চেষ্টা ক(ন। আমরা সর্বদাই সঠিক সমালোচনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কোন ভুল হয়ে থাকলে তা ঠিক করতে প্রস্তুত।

নিপীড়িতদের জমে থাকা (োভ অনেক সময় ধরে রাখা কঠিন— *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় সিদ্ধার্থ বরদারাজনকে দেওয়া সা(াৎকারে আজাদও এই মতই ব্যক্ত(করেন। তাদের প্রতি যে ভয়ানক অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য জমে থাকা (োভ-যুক্ত(শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীর ধারণা থেকে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যানধারণা যে আলাদা হবে সে কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল। তাতেও কিন্তু জামুই হত্যাকাণ্ডকে একটি নোংরা যুদ্ধ যেখানে জনগণ একে অন্যকে হত্যা করেন, বা প্রতিশোধ, বা হত্যাকাণ্ডের উত্তরে হত্যাকাণ্ড, তাতে অন্যায় নেই এমন ব্যাখ্যা চলবে না। কথাটা এই, পার্টি (তাহলে) কী করছে? কারণ এই হত্যাকাণ্ড আরো বড়ো এক ফাঁকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

গেরিলাদের কাজকর্ম যখন বেশ চোখে পড়ছে, পার্টির রাজনৈতিক উপস্থিতি কিন্তু তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। গ্রাম-স্তরে পার্টি ইউনিটের অনুপস্থিতি যে নবম পার্টি কংগ্রেসের নজরে ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কোনো কোনো কর্মীর সঙ্গে কনট্রাক্টর ও দালালদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কথাও রিপোর্টে এসেছে। তাহলে দীর্ঘ দিন ধরে এলাকাভিত্তিক (মতা দখলের সময় তাদের এই রাজনৈতিক দুর্বলতা যে অকারণ হিংসার জন্ম দেবে না, পার্টির লোকদের পচন ঘটাবে না, সেটা কী করে নিশ্চিত করা যাবে? এটা পরিষ্কার যে গেরিলা অঞ্চলের সর্বত্র এই সমস্যা নেই বা সর্বত্র সমস্যা একই রকম তীব্র নয়। আর তাঁরা যে কোথাও কোথাও এই ভুলগুলি স্বীকার করছেন তা তাদের আত্মসমালোচনা করার (মতারই প্রকাশ। এবং শুধরে নেওয়ার (মতা। কিন্তু আমার সন্দেহ, বারবার যে স্কোয়াডগুলি নিজেদের হাতে (মতা তুলে নিচ্ছে, নামেমাত্র বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে— এর অর্থ এই যে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের (েত্রে গভীর দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। এরকম এলোমেলো কাজ শৃঙ্খলা কমে যাবার সূচক। আর, এ দুটো একই মুদ্রার দু পিঠ। শুদ্ধিকরণের দলিলে যেখানে রাজনৈতিক গণ-কর্মকাণ্ডের জায়গায় বারবার স্কোয়াডের অ্যাকশন করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সে জায়গাটা দেখুন।

তাহলে, স্কোয়াডের ওপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ কী ধরণের যে তারা বন্দীদের নামেমাত্র বিচার করে হত্যা করে, বা জামুইয়ের মতো প্রতিহিংসার কাজ করে? কারণ এটা এমন একটা সম্ভাবনার কথা বলে যে মাওবাদী যুদ্ধ ও ন্যায়বিচার নিষ্ঠুর ও খেয়ালখুশিমতো (arbitrary) হতে পারে।

Second Time

এটা ঠিক যে আমরা যারা মধ্যবিত্ত, শহুরে, তারা দাবি করি যে, মাওবাদীদের নিয়মনীতি মেনে ও সম্মানজনকভাবে চলতে হবে। যুদ্ধ, বিশেষ করে গৃহযুদ্ধ, কখনো কখনো নিষ্ক(ণ ও নিষ্ঠুর হয়। আর আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে সরকারি বাহিনী, সরকারি সংগঠনগুলি 'ভালোমানুষি'র প্রতিদান দেয় না। আলাপ আলোচনা সম্ভব— শুভেচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি(দের এই ধারণায় প্রভাবিত হয়ে মাওবাদীরা অনেক বিপদের মুখে পড়েছে, অনেক (তি স্বীকার করেছে। রাষ্ট্র বারবার বি(াসঘাতকতা করেছে, নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। সরকার নির্ধারিত মধ্যস্থতাকারী স্বামী অগ্নিবেশের সঙ্গে কথা বলার জন্য যে মাওবাদী নেতাকে পাঠানো হয়েছিল তাঁর হত্যা(ওড়িশায় আলাপ আলোচনার পর যে চুক্তি(হয়েছিল, যার ফলে মাওবাদীরা অপহৃত ডেপুটি কালেক্টর আর বিনীত কৃষ(কে ছেড়ে দেয়, তা মানতে রাজ্য সরকারের অস্বীকার করা(জমি কেড়ে নেওয়া ও উচ্ছেদ নিয়ে প্র(তোলার জন্য মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা, ৬৪৪ জন আদিবাসীকে ছাড়ার (েত্রে ঔদাসীন্য(মেনে নেওয়া বিভিন্ন দাবির (েত্রে গয়ংগচ্ছ ভাব দেখানো— এগুলি দেখিয়ে দেয় যে এসব নিয়ে প্রতারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। সুমন্ত্র ব্যানার্জী একসময় বলেছিলেন, ''নিষ্ঠুর শত্রুর বি(দ্ধে এরকম ভালো ব্যবহার (অপহৃতদের ছেড়ে দেওয়া, বিশেষ করে সরকারি কর্মীদের) ভুল, তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। এ যেন মৃতপ্রায় এক সাপকে সেবাশুশ্রুষা করে বাঁচিয়ে তোলা, আর তার কামড় খাওয়া'' (*ইন দ্য ওয়েক অফ নক্সালবাড়ি*, পৃ. ১২৯)। সুমন্ত্র ব্যানার্জীর সেই লেখারই যেন প্রমাণ এরকম ঘটনাগুলি।

তাই এটা সম্ভব যে কেউ যখন মাওবাদীদের *জেনেভা কনভেনশন*, মেনে চলতে বলেন, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নয় এমন যুদ্ধের (েত্রে নিয়মকানুন, আর্টিকেল ৩ ও প্রোটোকল ২ মেনে চলার ওপর জোর দেন, তাঁরা হয়ত রাষ্ট্রের 'বিষাক্ত(কামড়ের' বিপদ ডেকে আনছেন?

কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ ও 'এলাকাভিত্তিক (মতাদখল' নিয়ে তাঁদের নিজেদের যুক্তি(অনুযায়ীই তাঁরা বি(াস করেন যে তারা দীর্ঘকালীন একটি যুদ্ধে লিপ্ত থাকবেন, সে(েত্রে এটাই ন্যায্য হবে যে, হয় তাঁরা নিজেরাই একটা মাপকাঠি তৈরি করবেন, বা কোনো একটা মাপকাঠিকে মেনে নেবেন, যে মাপকাঠি অনুযায়ী জনমুখী শক্তি(হিসাবে তাঁরা লড়াই করবেন। কেন? কোনো সংঘর্ষ বা লড়াইয়ের সময় কেউ মারা যাওয়া একটা কথা, আর আপনার হাতে যে বন্দী আছে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া, এ দুটো একেবারে আলাদা ব্যাপার।

সরকারি বাহিনীর নিষ্ঠুর হামলার শিকার হওয়া এক জিনিস, আর পার্টিজান গেরিলারা যদি একই রকম ব্যবহার করে, সেটা অন্য জিনিস। যুদ্ধ কারো কারো কাছে ঘৃণ্য হতে পারে, আবার অন্য কারোর কাছে তা গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে যেখানে যুদ্ধটা ঘটে সেখানে যুদ্ধটা কেমনভাবে লড়া হচ্ছে সেটা গু(ত্বপূর্ণ। আর এখানেই মানুষজনের অর্থাৎ পার্টি সংগঠন ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ক্যাডারদের তরফে দুর্বলতা একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়।

বিপ-বীরা রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে নকল করতে পারে না(বিদ্রোহ দমনে যে যুদ্ধটি লড়া হয় তার চরিত্রই এমন যে এই রাষ্ট্রীয় বাহিনী একটি নিপীড়নকারী যুদ্ধ লড়ে— যেটা একটা নোংরা যুদ্ধ, যাতে থাকে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট, ধর্ষণ, নি(দ্দেশ, অত্যাচার... উদ্দেশ্য জনগণকে আতঙ্কিত করা, যাতে জনগণ বিদ্রোহীদের সমর্থন করা থেকে বিরত হন। বিপ-বীরা তো এরকম নীতির ভিত্তিতে যুদ্ধ করতে পারেন না। যেখানে পার্টি দৃঢ়ভাবে বি(াস রাখে যে ছড়িয়ে পড়বে, সেখানে তার অবস্থান বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ার বদলে প্রভাবিত এলাকা ছোট হয়ে আসে এবং হত্যা ও গ্রেপ্তারের ফলে রাজনৈতিক ক্যাডারের সংখ্যা কমে আসে— দুভাবেই তারা (ুদ্র হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র 'চররা' ও গোয়েন্দা বাহিনী তাদের পিছু নিচ্ছে বলেই যে তারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তা নয়, যে অঞ্চলে আগে পার্টির আধিপত্য ছিল সেখানে গণভিত্তি কমে আসার ফলে ও গণসংগ্রাম কমে আসার ফলেও এগুলি ঘটছে। পার্টি কর্মীরা জনান্তিকে স্বীকার করেন যে সরকারি বাহিনীগুলি তাদের ক্যাডার ও নেতাদের সহজে ধরতে পারছে, তার কারণ আগে গণসংগ্রাম ও গণভিত্তির কারণে তারা তুলনায় সহজে ঘোরাফেরা করতে পারতেন(গণসংগ্রাম ও গণভিত্তি হলো সর্বোত্তম র(াকবচ। তার অভাবে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, আশ্রয় সংখ্যায় কমে গেছে, চলাফেরা করা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। 'জলের মধ্যে মাছের' মতো করেই কেবল গেরিলারা টিকে থাকতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলমহলের কথাই ধরা যাক। জঙ্গলমহলে আন্দোলনের জন্য বাহাদুরি নিতে যাওয়াটা যে রাজনৈতিকভাবে ভুল হয়েছিল সেটা প্রমাণিত হয়েছে, আর জনগণের নিজেদের সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার সঙ্গে তা সাযুজ্যপূর্ণ হয় নি। এতে সন্দেহ নেই যে মাওবাদীদের সমর্থন নিয়ে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি গড়ে ওঠাটা অবশ্যই একটা দা(ন প্রাপ্তি। আর এই আন্দোলন মাওবাদীদের জন্য আরও বেশি জনগণের অংশগ্রহণ ও গণ কার্যকলাপের জন্ম দিতে পারত, গণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (েত্রে মাওবাদীদের খামতি পুরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এই বাহাদুরি নিতে যাওয়া ও নেতৃত্ব দাবি করা, এবং হয়ত এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়ার প্রচেষ্টার ফলে কেবল এটাই হলো যে, জঙ্গলমহলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার মানুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফাটল ধরল, আর পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের ও কেন্দ্রের ইউপিএ

Second Time

সরকারের প্রচারের সুবিধা হলো যে জনসাধারণের কমিটি আর কিছুই নয়, মাওবাদীদের একটি ফ্রন্ট মাত্র। এর ফলে অপারেশন গ্রিন হান্টের পথ পরিষ্কার হলো। এটা হলো ঠিক তখন, যখন ঠিক এই কারণেই তাদের রাজনৈতিকভাবে আরও বুঝেশুনে চলার দরকার ছিল, বিশেষত এটা যখন জানা ছিল যে, ভারতের সংসদের পঞ্চদশ নির্বাচনের (মে ২০০৯) পরই এরকম একটা আঘাত আসতে চলছে। কয়েকটি (্ত্রে মাওবাদীরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেন এবং তা নিয়ে আবার বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। এক বরিষ্ঠ মাওবাদী নেতা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকে মাথায় তুলে নাচলেন, বললেন যে তিনি মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান। আর (মতায় আসার পরই মমতা সিপিএম আর মাওবাদীদের একই চোখে দেখতে শু(করলেন। ১৯৭৭ সালে (মতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার যেমন সব রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি(দিয়েছিল, তার বিপরীতে তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি(র জন্য শর্ত দিতে শু(করলেন। ইতিমধ্যে জনগণের কমিটির যেসব সদস্যকে সিপিএম নেতৃত্বাধীন হার্মাদদের হাত থেকে র(া পাওয়ার জন্য তৃণমূলে যোগ দিতে / সমর্থন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, তারা দেখলেন যে কমিটির ও মাওবাদীদের প্রভাব অস্তাচলে।

আর পার্টি সদস্যদের একাংশ যেভাবে জনগণের কমিটি নেতা ছত্রধর মাহাতোকে সমর্থন করলেন আর এক অংশ 'রণকৌশলগতভাবে' সমর্থন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে, সেটাও অদ্ভুত। আর তৃণমূল কংগ্রেস এখন ১০০০০ অস্ত্র বণ্টন করছে, তারা 'ভৈরব সেনা' বাহিনী তৈরি করছে। ফলে, এক থেকে দু বছর দূরে থাক, (্বাস ফেলার জন্য তিন মাস সময়ও পাওয়া গেল না। যেখানে তারা একসময় শক্তি(শালী ছিল সেসব এলাকাই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, বিপ্-বী আন্দোলন ছারখার হয়ে যায়, সেটা কী ধরনের এলাকাভিত্তিক (মতা দখল? দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের প্রে(িতে এর অর্থ কী? এটা সত্যি যে এই আন্দোলন একটা বড়ো ধাক্কা খেয়েছে, কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় নি। কিন্তু রণকৌশলগত অনমনীয়তা ও ঔদ্ধত্য তাদের সমস্যা বাড়িয়েছে।

'এলাকাভিত্তিক (মতা দখলে'র একটা মূল কথা হলো এলাকায় দখল ধরে রাখা। বিপ্-বী উথালপাথালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, যথাসম্ভব পোক্ত(করে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা ও এলাকায় টিকে থাকা সম্ভব না হলে অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়া। কিন্তু এখানে ধরে নেওয়া হয় যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অবস্থা এমনই উপযুক্ত(। অন্য ভাবে বললে, যে অবস্থা একটি অঞ্চলে পার্টিজান লড়াইয়ের যৌক্তি(কতা দান করে, অন্যান্য অঞ্চলে সেই ধরনের পরিস্থিতি না থাকলে, গেরিলা যুদ্ধ লড়াইয়ের একমাত্র ধরন হতে পারে না। সমতলে যেসব জায়গায় উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক উন্নততর, সেখানে তারা কেমন করে এলাকা দখল করবে— শক্তি(কে সংহত করার কথা না হয় বাদই দিলাম। তাছাড়া, সামরিকভাবে তারা দুর্বল, সংখ্যায়ও বেশি নয়। এর অর্থ এই যে রাজনীতি নিয়ে তাদের খুব সতর্ক হতে হবে। এক এলাকায় যে রণকৌশল চলে সেটা অন্য জায়গায় চলবে না। বন্দুক যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে বন্দুক হাতে মানুষ। যেখানে তারা জনসমর্থন নিয়ে স্থানীয় সরকার চালায়, সেখানে তাদের অস্ত্রের সীমিত শক্তি(বহুগুণ বেড়ে যায়। তাদের প্রভাবাধীন এলাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ার (্ত্রে গণ সমর্থনের আবশ্যকতা এর থেকে বোঝা যায়।

তার মানে কি এই যে, মাওবাদীরা সংগ্রামের অন্যান্য রূপ সম্পর্কে, শ্রমজীবী জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করা সম্পর্কে, বিদ্বিষ্ট? সিদ্ধার্থ বরদারাজনকে দেওয়া সা(াৎকারে সিপিআই(মাওবাদী) পলিটব্যুরো সদস্য, পার্টির হয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট নেতা (রাষ্ট্রের হাতে নিহত) চে(কুরি রাজকুমার এই ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করান যে, ১৯৭০-এর দশকে (মাওবাদী) পার্টি যখন উত্তর তেলেঙ্গানায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের বি(দ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে, সামাজিক বয়কট শু(করে, তখন পার্টির বি(দ্ধে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পার্টি যখন শান্তিপূর্ণভাবে মদ-বিরোধী অভিযান করে তখন পুলিশ অ্যারাক (মদ) বিক্রি(করে, 'বিপ্-বীদের মদ-বিরোধী অভিযান ব্যর্থ করতে' লোককে মদ খেতে উৎসাহিত করে। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, ১৯৮১ সালে যখন সিঙ্গারেনির কোলিয়ারি শ্রমিকরা সিঙ্গারেনি ওয়ার্কার্স ফেডারেশনে নিজেদের সংগঠিত করে, তখন তিন বছরের মধ্যে সেই ইউনিয়নকে বেসরকারিভাবে বেআইনি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ছাত্র ও যুব সংগঠন, নারী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন অলিখিতভাবে বেআইনি ঘোষণা করে দেওয়া হয়, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানানোর সমস্ত উপায়গুলিকে দমন করা হয়। তিনি আরও বলেন যে ''পার্টির নেওয়া সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ বা সংগঠনের বিভিন্ন রূপগুলিকেই যে শুধু বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে তা নয়, শান্তিপূর্ণ জনসভা সহ সমস্ত ধরনের খোলাখুলি, আইনি কাজকর্মের (্ত্রে এই (ঘোষিত ও অঘোষিত) নিষেধাজ্ঞাই বিপ্-বীদের বাধ্য করেছে অ-শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র সংগ্রাম শু(করতে, গোপন সংগঠন গড়তে।''

এ থেকে মনে হয় যে সংগ্রামের অন্য রূপগুলি নিয়ে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু এ(্ত্রে আমার কথা হলো, যেখানে তাঁদের কাজকর্ম এতটা কাটছাঁট করতে হয়েছে, তাঁরা গোপন সংগঠন গড়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে অন্য গোষ্ঠী ও অন্য সংগঠন ইত্যাদি যারা খোলাখুলি কাজ করছে, তাদের ভূমিকা সম্পর্কে এরকম উদাসীন থাকা কি তাঁদের প(ভালো হচ্ছে?

কারণ, জঙ্গলের ঘাঁটি থেকে বাইরের সমতলে পৌঁছনোর

Second Time

জন্য সামরিক বিজয় হয়ত দরকার হবে, কিন্তু শুধু সামরিক বিজয় তো যথেষ্ট হবে না, কারণ তাকে রাজনৈতিকভাবে টিকিয়ে রাখতে হবে। জনগণ যেসব স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে জিতেছেন, যেগুলি এখন আত্র(মণের শিকার, সেগুলিকে প্রসারিত করতে হবে, সংকুচিত করলে চলবে না। এটা মনে রাখতে হবে যে একশো বছরের বেশি সময়ের সংগ্রামে ভারতের গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিক শ্রেণী বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। তার মধ্যে অনেকগুলি স্বাধীনতা আইনসিদ্ধ, কাগজে কলমে সেগুলির অস্তিত্ব রয়েছে, আর সেগুলি এখন সাংঘাতিক আত্র(মণের মুখে, সেগুলিকে সংকুচিত করা হচ্ছে। অথচ যেসব এলাকায় মাওবাদীদের বিশেষ অস্তিত্ব নেই বা একেবারেই অস্তিত্ব নেই সেসব এলাকায় যদি তারা সেখানকার শ্রমজীবী জনতাকে নিজেদের প(আনতে চায়, তাদের কি এইসব স্বাধীনতার প্রসারের জন্য কাজ করতে হবে না? কীভাবে তারা একাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে ভাবছেন?

এটা না বুঝলে, এটাকে স্বীকার না করলে মাওবাদী তাদের পাহাড়-জঙ্গলের ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে টিকে থাকতে পারবেন না।

গণতন্ত্র কোনো রণকৌশলগত প্র(নয়। বিধিসম্মত (formal) গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয় বলে তার সমালোচনা করলেও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র হতে হবে সব বিপ্-বীর কেন্দ্রীয় চিন্তা। কিন্তু এই ''নতুন'' গণতন্ত্রের চেহারা কেমন হবে সেটা এখনও অজানা, সেই চ্যালেঞ্জ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। জনগণের বিপ্-বী কমিটি একটা ব্যবস্থার ভ্রূণ, যে ব্যবস্থায় জনগণ তাঁদের নিজেদের জীবনে নিজেরাই সরাসরি অংশ নেন। এটা একধাপ এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু দণ্ডকারণ্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, রাষ্ট্র বহু শতাব্দী ধরে রাষ্ট্র যেগুলিকে গু(ত্ব দেয়নি। বর্তমান রাষ্ট্রের সংস্কারের (ে ত্রে মাওবাদীরা হয়ত একটা সমর্থনের ভূমিকা, অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে, এমন বিপদও রয়েছে। হয়ত তারা বছরের পর বছর সাহসের সঙ্গে জঙ্গলে টিকে থেকে গেল, কিন্তু তাদের ঘিরে ফেলার ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়ার (ে ত্রে এবং চিন্তাভাবনার বিকাশের (ে ত্রে তাদের গতি (দ্ধ করে ফেলা হতে পারে। মাওবাদীদের প্রধান সমস্যা হলো যে, একবিংশ শতকের ভারতে তাদের এলাকাভিত্তিক (মতা দখলের রণকৌশল, যেখানে জনগণকে সমবেত করার বদলে গেরিলা যুদ্ধ প্রাধান্য পেয়ে যায়। এটা সত্যি যে বেআইনি ঘোষিত একটি পার্টি খোলাখুলিভাবে কাজ করে লোককে সমবেত করতে, সংগঠিত করতে পারে না। আর তাদের ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের নিজেদের সুর(িত করা ছাড়া বিশেষ পথও নেই।

তাদের যেভাবে খুঁজে বের করার অভিযান হচ্ছে, সরকারি বাহিনী যেভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাদের কর্মীবাহিনীর এক বড় অংশকে গ্রেপ্তার করছে, তাতে তাদের কাজ করার (মতা কমছে। কিন্তু যাঁরা খোলাখুলিভাবে জনগণের মধ্যে কাজ করেন, তাঁদেরও বিদ্বিষ্ট করে তুলে মাওবাদীরা সমস্যাটা আরো বাড়িয়ে তুলছেন। বিপ্-বী রাজনীতির মোদ্দা কথাটা হলো, শত্রুদের শত্রুভাব কমিয়ে বা শত্রুদের নিজেদের প(টেনে এনে শত্রুর সংখ্যা কমাও। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে মাওবাদী আন্দোলন না থাকলে গোটা প্রতিরোধ আন্দোলনটা দা(ন পিছু হটবে। কিন্তু তাদের দুর্বলতা ও ভুল পথে চলা তাদের এগিয়ে চলার (ে ত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। (মতা দখলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে বাদ দেওয়াটা রাজনৈতিক বোকামি, কিন্তু প্রতিরোধের নানান রূপ নিয়ে না ভাবা, সেগুলির মধ্যে সেতু তৈরির প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন থাকাটাও সমান ভুল।

বিপ্-বী সেই নতুন বসন্ত কবে আসবে?

১০২ পৃষ্ঠায় পর

১২। দেখুন, উৎসা পটনায়েক, 'আনব্যালান্সড গ্রোথ, টার্শিয়ারাইজেশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমি অ্যান্ড ইমপ্-িকেশন ফর মাস লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস', প্রবীন ঝা (সম্পাদিত) *প্রগ্রেসিভ ফিসকাল পলিসি ইন ইন্ডিয়া*, নয়া দিল্লী, সেজ, ২০১১, পৃ. ২৯৯-৩২৫। আর একটি ঘটনা ঘটেছিল ঔপনিবেশিক ভারতে, ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে। (ঐ, পৃ. ৩০১)

১৩। দেখুন, এস এল শেট্টি, 'গ্রোয়িং ইনইকুয়ালিটি এ সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ টু দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড পলিটি', প্রবীণ ঝা (সম্পাদিত) *প্রগ্রেসিভ ফিসকাল পলিসি ইন ইন্ডিয়া* (নয়া দিল্লী, সেজ), ২০১১, পৃ. ৮৬-১৪৭। আরো দেখুন, উৎসা পট্টনায়েক, 'দ্য রিপাবলিক অফ হাঙ্গার', *সোশাল সায়েন্টিস্ট*, খণ্ড ৩২, সংখ্যা ৯-১০, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ৯-৩৫। উৎসা পট্টনায়েক, 'দ্য তেন্ডুলকার কমিটি রিপোর্ট অন পভার্টি এস্টিমেশন', *পিপলস ডেমোত্র(াসি*, খণ্ড ৩৪, সংখ্যা ১, ৩ জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১-৪ (http://www.cpim.org/pd/2010/0103_pd/01032010_8.html)। এতে হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে গ্রামের ও শহরের জনসংখ্যার যথাত্র(মে ৮৬.৭ ও ৩৪.৫ শতাংশ ২০০৪-০৫ সালে পুষ্টির নিম্নতম মানে পৌঁছতে পারে নি। আরও দেখুন, এন কে চন্দ্র, 'চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া কনভারজেন্স ইন ইকনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সোশাল টেনসন্স?' ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (সম্পাদিত) *চায়না আফটার ১৯৭৮— ত্রে(টার্স অন দ্য মুন এসেজ ফ্রম ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* (হায়দরাবাদ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান ও সমী(া ট্রাস্ট), ২০১০, পৃ. ২৭৯-৩১৭

১৪। দেখুন, উৎসা পট্টনায়েক, 'ইম্পিরিয়ালিজম, রিসোর্সেস অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি, উইথ রেফারেন্স টু ইন্ডিয়ান এক্সপেরিয়েন্স', ওয়াকার আহমেদ, অমিতাভ কুন্ডু ও রিচার্ড পিট (সম্পা.) *ইন্ডিয়াজ নিউ ইকনমিক পলিসি এ ত্রি(টিক্যাল অ্যানালিসিস* ((টলেজ, নিউ ইয়র্ক), পৃ. ২১৭-৩৯। আরো অনেক কিছুর সঙ্গে এতে সেজ-এর ফলে বাস্তুহারা হওয়ার সঙ্গে গ্রামীণ ভূমিহীনতার সম্পর্ক টানা হয়েছে।

১৫। দেখুন, পল সুইজি, 'হোয়াট ইজ মার্কিজম?' *মান্থলি রিভিউ*, খণ্ড ৩৬, সংখ্যা ১০, মার্চ, পৃ. ১

Second Time